কালের কণ্ঠ

তারিখ ... 31 JUL 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ১২ কলাম ... 4 ...

মামলাজালে আটকা বাকৃবি ছাত্রলীগ

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি ▷

ছাত্রলীগ বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (বাকৃবি) শাখার সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকসহ শীর্ষ অনেক নেতাকর্মী আটকা পড়েছেন মামলা জালে। টেন্ডারবাজি, ডাকাতি, চাঁদাবাজি, হামলা, ভাঙচুর ও অস্ত্র আইনে তাদের নামে ইতিমধ্যে একাধিক মামলা হয়েছে। এ মামলাগুলোতে নাম উল্লেখ ছাড়াও বাকৃবি ছাত্রলীগের অজ্ঞাতনামা নেতাকর্মী রয়েছে। ইতিমধ্যে এসব মামলার মধ্যে একটি মামলায় বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের তিন নেতাকর্মীর বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র দেওয়া হয়েছে। এদিকে দুটি মামলায় গ্রেপ্তার রয়েছেন বাকৃবি ছাত্রলীগ সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলামসহ তিন নেতাকর্মী।

এদিকে বাকৃবির ছাত্রলীগের সিনিয়র চার নেতাকে ঢাকার মোহাম্মদপুর থেকে বুধবার দুপুরে গ্রেপ্তার করেছে ময়মনসিংহ গোয়েন্দা পুলিশ। ময়মনসিংহ জেলা ছাত্রলীগের সভাপতির বাসায় হামলা মামলায় ওই চারজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গ্রেপ্তারকৃতরা হলেন বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের সিনিয়র সহসভাপতি বিজয় কুমার বর্মণ, সহসভাপতি আবদুল ওয়াহাব রিন্টু, যুগ্ম সম্পাদক ওবায়দুল ইসলাম খান অপু ও মনিরুল হাসান পলাশ।

ময়মনসিংহ কোতোয়ালি থানা সূত্রে জানা গেছে, বাকৃবি শাখা ছাত্রদল, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএফআরআই) এবং পুলিশের মামলা মিলে বাকৃবি ছাত্রলীগের বিরুদ্ধে চারটি মামলা রয়েছে। ২০১৩ সালের নভেম্বরে বাকৃবি ছাত্রদল ছাত্রলীগের পাঁচ নেতাকর্মীর নামে ডাকাতি মামলা করে। এতে বাকৃবি ছাত্রলীগ সভাপতি মুর্শেদুজ্জামান খান বাবু, সহসভাপতি বিজয় কুমার বর্মণসহ পাঁচজনের নাম রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রদল সহসভাপতি রুহুল আমীন বাদী হয়ে মামলাটি করেন। এ ছাড়া এই বছরের ২ জুন ছাত্রলীগের বিরুদ্ধে বিএফআরআই কর্তৃপক্ষ মামলা করে। এ মামলায় তিন নেতাকর্মীর বিরুদ্ধে চার্জশিট দেওয়া হয়েছে।

চার্জশিটে দাখিল করা নেতারা হলেন বাকৃবি শাখা ছাত্রলীগের সহসভাপতি ওয়াহাব রিন্টু, সিনিয়র সহসভাপতি বিজয় কুমার বর্মণ ও যুগ্ম সম্পাদক মনিরুল ইসলাম পলাশ। গত ১ জুন বাকৃবি চত্বরে অবস্থিত বিএফআরআই স্বাদু পানি কেন্দ্রে গিয়ে ইনস্টিটিউটের পাঁচ কর্মকর্তাকে পেটানোর অভিযোগে ছাত্রলীগের তিন নেতাসহ অজ্ঞাতনামা চার-পাঁচজনের নামে প্রশাসনিক কর্মকর্তা আকতার হোসেন বাদী হয়ে দ্রুত বিচার আইনে মামলাটি করেছিলেন। সর্বশেষ গত ৭ জুলাই রাতে ক্যাম্পাস ও ময়মনসিংহ জেলা ছাত্রলীগের দুই গ্রুপের সংঘর্ষের ঘটনায় থানার উপপরিদর্শক এস এম নূর মোহাম্মদ বাদী হয়ে বাকৃবি ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলামের নামে অস্ত্র আইনে মামলা করেন। এ ছাড়া বাড়িতে হামলা, ভাঙচুরের অভিযোগে জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি জসিম উদ্দিনের ভগ্নিপতি মাহমুদুর রহমান সুরুজ বাদী হয়ে দ্রুত বিচার আইনে আরেকটি মামলা করেন।

স্থানীয় এলাকাবাসী ঘটনার দিন রাতে বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলামকে পিটুনি দিয়ে একটি পাইপগানসহ পুলিশের হাতে তুলে দেয়। গ্রেপ্তার হওয়া সাইফুল ইসলাম ঢাকা পঙ্গু হাসপাতালে পুলিশ পাহারায় এখনো চিকিৎসাধীন রয়েছে।